পণ্যের দামে ছেঁকা এবার কমার পথে, দাবি করল কেন্দ্রও

ভরসা দিচ্ছেন মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা

এই সময়: ভারতে জিনিসপত্রের ছেঁকা লাগানো দামের দিন এখন অতীত। মূল্যবৃদ্ধি তার শিখর পেরিয়ে এ বার উৎরাই-এর পথে। আমজনতার জন্য আশাপ্রদ এই কথা সোমবার জানিয়েছেন মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন। পাশাপাশি, তাঁর দাবি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়ালেও তাতে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কমে যাওয়ার কোনও কারণ নেই।

এদিন ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সভায় নাগেশ্বরন বলেন, 'মূল্যবৃদ্ধি ইতিমধ্যেই তার সর্বোচ্চ স্তরে পার হয়ে গিয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। এখন জিনিসপত্রের দাম কমতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামও গত কয়েক সপ্তাহে ব্যারেল প্রতি ২০-৩০ মার্কিন ডলার কমেছে। ফলে, ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে যদি বা স্বল্পমেয়াদি ভাবে কিছু অনিশ্চয়তা থাকে তা ২০২৩ সালে কেটে যাবে বলে আমাদের আশা।' তাঁর দাবি, মূল্যবৃদ্ধির হারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশগুলির তালিকায় ক্রমপর্যায়ে ভারত নীচের দিকে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বহু উন্নত দেশে মূল্যবৃদ্ধির হার ভারতের থেকে অনেক বেশি বলে তিনি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার ঋণনীতি ঘোষণার সময় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিলেন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে পণ্যের খুচরো দরে মূল্যবৃদ্ধি ৭.১ শতাংশ এবং তার পরবর্তী দুই ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে ৬.৪ শতাংশ এবং ৫.৮ শতাংশ থাকবে। যেখানে জুনে ঋণনীতি ঘোষণার সময় চলতি অর্থবর্ষের চার ত্রৈমাসিকে মূল্যবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৭.৫ শতাংশ, ৭.৪ শতাংশ, ৬.২ শতাংশ এবং ৫.৮ শতাংশ থাকবে বলে জানানো হয়েছিল। এর অর্থ মূল্যবৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সন্তুষ্টি সীমা—৬ শতাংশের মধ্যে আসছে না। কাজেই আগামী দিনে সুদের হার ফের বাড়ানোর সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। আর তা হলে আমজনতার খরচও বাড়বে। সেখানে মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টার আশ্বাস কতটা সত্যি হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন বিশেষজ্ঞমহলের একাংশের।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়ানোয় লগ্নি কমার আশঙ্কা রয়েছে, এমনটাই দাবি একাধিক বিশেষজ্ঞের। সেই আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক বলে উড়িয়ে দিয়ে নাগেশ্বরনের বক্তব্য, 'সুদের হার কম থাকলে বিনিয়োগ বাড়ে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। লগ্নি ক্ষেত্রে সুদের হার গুরুত্বপূর্ণ নয়। চাহিদা থাকলে লগ্নি বাড়বেই। হোমলোন, অটোলোন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়লে সাধারণত ঋণ নেওয়ার পরিমাণ কমে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে।'

তাঁর মতে, ভারত এখন যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তার সমস্তই আন্তর্জাতিক। তবে তা সত্ত্বেও চলতি বছরের মার্চ থেকে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের গতি অত্যন্ত ইতিবাচক। যার কারণ হিসেবে তাঁর ব্যাখ্যা, কাঁচামাল দামি হওয়া সত্ত্বেও ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্র খুব ভালো করছে, মূলধনী পণ্যের চাহিদা বাড়ছে এবং সর্বোপরি বিভিন্ন সংস্থা যেমন নয়া লগ্নি করতে আগ্রহী, তেমনই ব্যাঙ্কগুলিও নতুন করে ঋণ দিতে ইচ্ছুক।

ভারতে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়লেও তার মূল কারণ চড়া দরে ভারতে অপরিশোধিত তেলের আমদানি বৃদ্ধি পাওয়া বলে নাগেশ্বরন জানিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, অন্যান্য দেশে সুদের হার বাড়ার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের চাহিদা কমবে এবং তাতে ভারতের লাভই হবে। কারণ, চাহিদা কমলে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল আরও সস্তা হবে।